ঘৃণিত গৌরব কবিতায় বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে

তিতাস চৌধুরী

কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) বলেছেন, আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা কবিতার সৌন্দর্য বাড়ায়। তবে তার অর্থ এই যে- কবিতা দুর্বোধ্য হতে বাধা নেই, যদি তার অন্তর্গত অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। আজকাল এমন সব কবিতাও দেখা যায় বা লেখা হচ্ছে- তা যথার্থ অর্থে দুর্বোধ্য। এগুলো আসলে কবিতা নয়, কিছু শব্দের সমষ্টি অর্থহীন বাক্য। যথার্থ কবিতা হলে তা যতই দুর্বোধ্য হোক- তাতে কোনো ক্ষতি নেই। অন্যপক্ষে, এগুলো পাঠকের কাছে বোধ্য নয় বলেই তা তাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। আমি কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের সম্প্রতি প্রকাশিত 'ঘৃণিত গৌরব' পাঠ করেই তা বলছিলাম। দুলালের কবিতা দুর্বোধ্য তা হয়তো বলা যাবে না। কেননা, তার কবিতার অর্থব্যঞ্জনা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প এবং প্রতিচিত্রেরও কোনো অভাব নেই। তাছাড়া সমাজ, কাল, দেশ এবং বিশ্বপরিস্থিতি তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে অবলীলায়। তবে তাঁর কবিতা পাঠের সময় পাঠকের গভীর মনোযোগ দরকার পড়বে। যেহেতু এগুলো একেবারে ভিন্ন স্বাদের কবিতা। অনেকের কাছে হয়তো তা দুর্বোধ্য ঠেকবে, সন্দেহ করি না। কারণ তাঁর কবিতায় রয়েছে সুপ্রচুর সান্ধ-ভাষা, যা আধুনিক কবিতার একটি লক্ষণ। টিএস এলিঅটও মনে করেন, 'The poet must become more and more comprehensive, more illusive, more indirect, in order to forle to desolate in necessary language into his weaving',

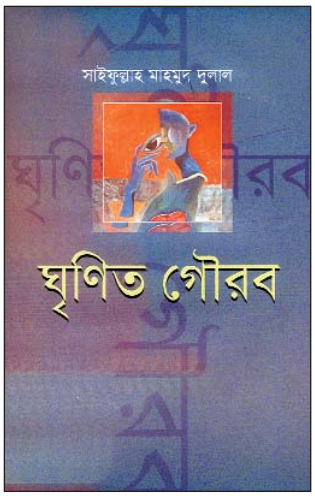

২.

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল মূলত এবং প্রধানত আধুনিক কবি। তাঁর অন্য সব পরিচয় থাকলেও তা তাঁর কবিকর্মের অন্তরালে ঢাকা পড়ে গেছে। তাঁর বড় পরিচয় এখন দাঁড়িয়ে গেছে, আধুনিক কবি হিসেবে।

দুলাল যুগ সচেতন ও কাল সচেতন কবি। তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি বহু বিচিত্র বিষয়কে একটি আবহের ভেতর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। অর্থাৎ তাঁর এক একটি কবিতার ভূগোল এতোই বিরাট ও ব্যাপক যে- তার মধ্যে একজন বোদ্ধা পাঠক অনায়াসে বিচরণ করতে পারেন। এবং নানা বৈচিত্র্যের স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি আস্বাদন করতে পারেন। যেমন গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'পিঁপড়া-জীবন'। কিংবা

'অথচ কিছুই দিতে পারিনি তোমাদের/ না অগ্নি, না জল। অগ্নিজলের ব্যর্থতাগুলো/ বাংলা ভাষার মতোই ম্লানোজ্জ্বল, গর্বিত গরিব/ ম্লানোজ্জ্বল টমাস ট্রান্সট্রোমার!/ তারপরও ১৯১৩ সালের পর আমাকেই/ হতে হলো রবীন্দ্রনাথ।'

[নোবেল প্রাইজ/১৯]

'ঘৃণিত গৌরবে' এরূপ আরো অনেক কবিতার সন্ধান পাওয়া যাবে। দুলাল তাঁর অনেক কবিতায় অতি চমৎকারভাবে সমকালীন দেশ, সমাজ ও কালের চিত্র এঁকেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তা রূপকে পরিণত করেছেন। যেমন :

'রূপকথার সোনার কাঠি, রূপকথার রুপোর কাঠি/ বিভ্রান্তিতে মানুষকে বানিয়ে রেখেছে বোকা বানর।'

[অদ্ভুত রূপকথা/৯]

কবি দুলালকে তাঁর কবিতায় যেমন একদিকে দ্রোহীর ভূমিকায় লক্ষ্য করি- তেমনি অন্যদিকে এক বিদেশিনী তরুণীর জন্য দুঃখ করতেও দেখি। দুঃখ কেন, কষ্টই বা কেন? কারণ কবিও যে একজন মানুষ। এই মনুষ্যত্ববোধই তাঁর কবিতার সমগ্রতাকে স্পর্শ করেছে।

প্রসঙ্গত এখানে দুটো উদাহরণ টানি।

এক. 'আরবি গানের সুর তুলে বাঈ উথাল-পাতাল/ নাচলো অথই বেলী জলসায় পূর্ণ মাতাল/ ইউরো ডলার আর দেরহাম এক হয়ে যায়/ দেশ-বিদেশের বেশ্যা-বণিক শেষ হয়ে যায়।

[রাতের খেলা দিনের খেলা/১২]

দুই.

'তার ভাষা বুঝি না, কিন্তু বেদনা বুঝি, কষ্ট বুঝি/ কষ্ট থেকে ঝরছে এশিয়ার জলস্মৃতি/ তৃতীয় বিশ্বের বেদনাবেগ।'

[হুইস্কি খাও অথবা ঘুমাও/১৪]

৩.

কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের কবিতার উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক ইত্যাদির কথা বাদ দিলেও চিত্রকল্প নির্মাণেও তিনি সফল। আসলে চিত্রকল্পই কবিতা। দুলালের একটি কবিতা এখানে তুলে ধরি।

'আধাগ্রামে আধাশহরে সংমিশ্রিত আলো-আঁধারে খেলায়/ মফস্বলের একটি রেল স্টেশন-/ স্টেশনের পরিত্যক্ত লাইনে পড়ে আছে একটি ভাঙা বগি,/ বগির সাথে মিশে আছে ব্রিটিশ বেদনা/ পরিত্যক্ত বগির ভেতর বাস করে/ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিত্যক্ত ইতিহাস।'

[পরিত্যক্ত বগি/৩৪]

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের 'ঘৃণিত গৌরবে' কবিতার বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে। গদ্যে এবং টানা গদ্য গ্রন্থে তিনি বহু নিরীক্ষাধর্মী কবিতা লিখেছেন। কবির অন্যান্য গ্রন্থে কবিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকলেও এই গ্রন্থেই তিনি এ বিষয়টি একটু গভীরভাবে অনুশীলন করেছেন।

দুলালের কবিতা পাঠকালে আমার সব সময়ই ই. ই. কামিংসের (১৮৯৪-১৯৬২) কথা বেশি মনে আসে। কামিংসের মতো কবি দুলালের কবিতাও শব্দ ও যতি চিহ্নের নানামুখী ব্যবহারে, শব্দের অর্থ ব্যঞ্জনায় ও দ্যোতনায় এবং শব্দ যোজনার নতুন মাত্রা আবিষ্কারে একটি সৃজনশীল পরিমন্ডল সৃষ্টি করেছে।

৪.

এই কবিতা-পুস্তকের নাম 'ঘৃণিত গৌরব' কেন? এর অর্থ এই হতে পারে দেশ, কাল ও সমাজ কবির কাছে গৌরবের হলেও আজ যেকোনো কারণেই হোক তা ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এদিক বিচারে গ্রন্থের নামকরণ যথার্থ। আর গ্রন্থের প্রচ্ছদে ম্যাথু আর্নল্ডের Sweetness and light অর্থাৎ মাধুর্য ও আলো ঠিকরে পড়ছে। এ দিকটিও অবিবেচনার নয়। গ্রন্থের মুদ্রণ সৌকর্য আকর্ষক।

ঘৃণিত গৌরব : সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল। প্রকাশক : জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা। প্রচ্ছদ : নাজিব তারেক। মূল্য : ৪০ টাকা। পৃষ্ঠা : ৫৬+৪।